Al-Fawzul Kabir fi Usul al-Tafsir: A Theoretical Review

Gulshan Akhtar*

ARTICLE INFORMATION

Journal of Dr. Serajul Haque Islamic Research Centre
Issue-29, Vol.-13, June 2024
ISSN:1997 – 857X (Print)
DOI:

Received: 03 April 2024
Received in revised form: 23 June 2024
Accepted: 26 June 2024

ABSTRACT

Shah Wali Ullah is one of the few Muslim thinkers who made a notable contribution to guiding the Muslim nation on the right path in Islamic education, culture, thought, philosophy, and customs during the decline of Muslim rule in the Pak-Indian subcontinent. He played a vital role in guiding the Muslims in the wake of the rise of foreign Western powers during the Mughal rule in India. He was an experienced and expert scholar in various branches of knowledge, such as Al-Qur'an, At-Tafsir, Al-Hadith, Al-Fiqh, Aqaid, Falasafa (philosophy), Tasawwuf, History, and Science. His writings are widely appreciated and recognized. Moreover, he was an experienced and expert personality. He believed that the liberation of the Muslim nation was possible only by acquiring knowledge of the Qur'an. Therefore, he wrote the book Al-Fawzul Kabir fi Usulit Tafsir (اَلْفَوْزُ الْكَبِيْر فِيْ أُصُوْلِ التَّفْسِيْر) on the principles of Tafsir to convey the teachings of the Qur'an to the public. This is an impeccable book on the principles of Tafsir. The book is divided into five chapters and is characterized by various features. Students, teachers, and readers of Ilm al-Tafsir will benefit immensely from this book. Recognizing its importance and necessity, it has been included in the syllabus of higher education in the Indian subcontinent. The book has been translated into various languages, including English, Urdu, and Bengali. This article rationally explores the life of Shah Wali Ullah Dehlawi and his book Al-Fawz al-Kabir fi Usul al-Tafsir.

ভূমিকা

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের পুনরুজ্জীবন দানকারী জগৎবিখ্যাত আলিম। তিনি ছিলেন ইসলামি চিন্তার অগ্রপথিক এবং যুগশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। ইমামুল হিন্দ নামে খ্যাত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র.)-এর সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ডের মূলভিত্তি ছিল আল-

* পিএইচডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। mahbub.ru2011@gmail.com

কুরআন। আল-কুরআন ও আল-হাদিসের শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসারেই একটি জাতির শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর তা তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। এ লক্ষেই তিনি গভীর চিন্তা ও অনুসন্ধান করে আল-কুরআন গবেষণার কিছু সহজ এবং কার্যকর পন্থা ও নীতিমালা উদ্ভাবন করেন যাতে অধিকাংশ মুসলিম আল-কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা অনুধাবন করতে পারে। আর এই কুরআন উপলব্ধিতে সহায়ক তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির'*। এ গ্রন্থটি দ্বারা তালিবুল ইলমগণ প্রভূত উপকার লাভ করে থাকেন। উসুলুত্ তাফসির (কুরআনের ব্যাখ্যার মূলনীতি) সংক্রান্ত এ গ্রন্থটি কুরআনের মর্ম অনুধাবনে সর্বস্তরের মানুষের জন্য মণিমুক্তা সমতুল্য। আলোচ্য প্রবন্ধে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) রচিত *আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির* (اَلْفَوْزُ الْكَبِيْر فِيْ اُصُوْلِ التَّفْسِيْر) গ্রন্থটির পর্যালোচনা করার প্রয়াস চালাানো হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) রচিত *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির'* প্রবন্ধটির রচনার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

ক. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) রচিত *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির'* গ্রন্থটি রচনার প্রেক্ষাপট, নামকরণ ও আলিমগণের উক্তি সম্পকির্ত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছে।
খ. গ্রন্থটি মূলত ফার্সি ভাষায় রচিত। পরবর্তীতে গ্রন্থটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে আলিমগণ আরবি, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এছাড়া এর ব্যাখ্যা গ্রন্থও রচিত হয়েছে।
গ. সর্বোপরি *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির'* গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনার উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি (Qualititive) গুণগত রীতির (Analytical Method) বিশ্লেষণাত্বক পদ্ধতি অনুসরণে প্রণীত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসবে আল-কুরআনুল কারিম, উসুলুত্ তাফসির ও উলূমুল কুরআন বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থাবলিকে নির্ধারণ করা হয়েছে। গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি ও তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে CS রীতি বা 'শিকাগো পদ্ধতি' এর অনুসরণ করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির' গ্রন্থ প্রণেতা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র.)-এর মতবাদ, জীবন, চিন্তাধারা, হাদিস সাহিত্যে অবদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সম্পর্কিত বাংলা ভাষায় তিনটি গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়। এছাড়া তাঁর উপর বাংলা ভাষায় তিনটি গ্রন্থ লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তা নিম্নরূপ-

১. Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid: With Special Reference to Iqd al-Jid Fi Ahkam al Ijtihad Wa al-Taqlid (ইজতিহাদ ও তাকলিদ সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর মতবাদ: বিশেষ করে 'ইকদুল ইজতিহাদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলিদ' গ্রন্থের আলোকে)।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মুহাম্মদ আতহার আলী উক্ত শিরোনামে ইংরেজি ভাষায় অভিসন্দর্ভ রচনা করেন। তিনি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

২. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দিহ্লবী : জীবন ও চিন্তাধারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ উক্ত শিরোনামে ২০০১ সালে পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ রচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

৩. মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহ্লভী (র.) হাদীস সাহিত্যে তাঁর অবদান। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক মো. ওয়ালীউল্লাহ উক্ত শিরোনামে পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ রচনা করে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

৪. দার্শনিক শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী তাঁর চিন্তাধারা শিরোনামে জুলফিকার আহমদ কিসমতি কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ আধুনিক প্রকাশনি, ঢাকা থেকে ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় প্রকাশ হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২।

৫. হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী শিরোনামে সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) উর্দু ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর অনুবাদ করেন আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী। এটি মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা থেকে ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৬. শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহ্লভী রহ. ও তাঁর সংস্কার কর্মসূচি শিরোনামে গ্রন্থটি রচনা করেন মুফতী আলী মুরতাজা সিরাজী। সম্পাদনা করেন মাওলানা মোঃ লিয়াকত আলী, ঢাকার আল কাউসার প্রকাশনী থেকে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৪।

অতএব দেখা যায় '*আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির*' গ্রন্থটি নিয়ে কোনো গবেষণাকর্ম বা প্রবন্ধ রচিত হয় নি। উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত গবেষণাকর্মগুলি মূলত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভীর জীবন, চিন্তাধারা, দর্শন, হাদিস, মতবাদ ও সংস্কার বিষয়ক। সার্বিকভাবে উপর্যুক্ত গ্রন্থটির পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধটি বর্তমান গবেষণার জন্য গৌণ উৎস হিসেবে অবশ্যই মূল্যবান ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির' পর্যালোচনা

'*আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির*' গ্রন্থে আল-কুরআনুল কারিমের বিষয়বস্তু, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, এর বাচনভঙ্গি ও বর্ণনাশৈলির বিশেষত্ব এবং মানবীয় রচনাবলি বিশেষত পূর্ববর্তী পাঠ্যপুস্তক থেকে এর মতদ্বৈতা, স্বকীয়তা ও শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েক শব্দে যা কিছু লিখিছেন, আজ তাকে কোনোও স্বল্পতা-অপূর্ণতা অনুভুত না হওয়া সম্ভব। কিন্তু ১২ হিজরি শতকে এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা। আর আজও কতক মহলে সে চিন্তাধারা অচেনা-অপরিচিত। শানে নুযূলের বিবরণের আধিক্য ও এর গুরুত্বের প্রতি বেশি জোর দেয়ার কারণে (যা শেষ যুগের অভ্যাস-রীতি হয়ে গিয়েছিল) বস্তুত কুরআনুল কারিমের বিষয়বস্তু, ঘটনাবলি, উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক যুগে যে উপকারিত লাভ এবং স্ব-স্ব যুগ ও অবস্থা প্রেক্ষিতের উপর যেভাবে প্রযোজ্য

হওয়া উচিত, তাতে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভীর এই গবেষণা ও পর্যালোচনা দ্বারা সেই পর্দা দূরীভূত এবং কুরআনুল কারিমের বিশ্বনন্দন সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে।

৪.১ 'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির' রচনার প্রেক্ষাপট

উসুলুত্ তাফসিরের জ্ঞানকে সংকলন ও অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে আলিমগণের অনাগ্রহের অভাবই প্রধান কারণ যা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভীকে *'আল-ফাওযুল কাবির'* গ্রন্থ প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ গ্রন্থে তিনি সার্বিকভাবে মৌলিক বিষয়গুলিকে (নথি আকারে) একত্রিত করে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ মূলনীতিসমূহ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র.) স্বীয় পছন্দ রুচি, মনষ্কতা (অনুভূতি) এবং আল-কুরআনের মর্ম উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন। অন্যান্য গ্রন্থের শত শত পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করার পরেও এই জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে না। যেমনটি এ গ্রন্থের ভূমিকাতে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। আল-ফাওযুল কাবির গ্রন্থটি রচনার কারণ সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) স্বয়ং নিজেই বলেন,

> "যখন এই ফকীরের (ওয়ালী উল্লাহ্) জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদ অনুধাবনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন, তখন আমি কুরআন বুঝতে আগ্রহীদের জন্য কুরআন বুঝার পথ সুগম করার লক্ষে কতিপয় জরুরি মূলনীতি সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়নের সংকল্প করলাম। আর আল্লাহ্ তা'আলার অপার করুণার প্রতি আমি আশাবাদী যে, শুধু এই কয়েকটি মূলনীতি বুঝে নিলেই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের জ্ঞান অন্বেষণকারীদের পথ সুগম করে দিবেন। কেউ যদি তাফসিরের কিতাবাদি এবং মুফাস্সিরগণের নিকট অধ্যয়নে সারা জীবন ব্যয় করে, যদিও এ যুগে এ ধরনের ছাত্রের সংখ্যা খুবই নগণ্য- তবুও এসব মূলনীতি বিশুদ্ধভাবে ও সুবিন্যস্তভাবে অর্জন করতে কামিয়াব হবে না।"[১]

৪.২ 'আল-ফাওযুল কাবির' সম্পর্কে কিছু কথা

আল-কুরআনের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং রীতি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি, (কুরআন) নাযিলের কারণসমূহ, নির্দিষ্ট সংখ্যক বাক্যের মাধ্যমে দেহ্লভী (র.) তাঁর *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির'* গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন। যার কারণে গ্রন্থটির আজকের পাঠকেগণ এটির গবেষণায় জাতীয় বিষয়ে নতুনত্ব এবং উদ্ভাবন দেখতে পাবেন না। তবে উক্ত বিষয়গুলি লেখকের যুগে নতুনত্ব ছিল, সেটি ছিল দ্বাদশ শতাব্দীর হিজরি সন। নতুন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যকার অনেকগুলি বিষয় অজানা রয়ে গেছে। বিশেষ করে তাদের সাথে সম্পর্কিত বিপুল সংখ্যক বর্ণনার ফলশ্রুতিতে কুরআন অবতীর্ণের কারণগুলির সাথে (বিষয়গুলি) সম্পৃক্ত। গ্রন্থটির গুরত্বপূর্ণ ও তাৎপর্য অনুভব করে পরবর্তিতে *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির'* গ্রন্থটির আরবি অনূবাদ ও আরবি ভাষায় এর টিকা-টিপ্পনী রচনায় অনেকে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এছাড়া উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায়ও গ্রন্থটি অনূদিত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

৪.৩ 'আল-ফাওযুল কাবির' গ্রন্থের নামকরণ

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) তাফসির শাস্ত্রের মূলনীতি সংক্রান্ত এই মহামূল্যবান গ্রন্থটির নামকরণ করেন '*আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির*' (اَلْفَوْزُ الْكَبِيْرِ فِيْ اُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ)। এখানে الفوز শব্দের অর্থ সাফল্য বা সফলতা, الكبير শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, মহান, বিরাট প্রভৃতি। অতএব, '*আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির*'-এর অর্থ হলো তাফসিরের মূলনীতিতে বিরাট সফলতা অথবা তাফসিরের মূলনীতিতে সফলতার দিশা।

মূলত الفوز الكبير আল-কুরআনুল কারিমের সূরা বুরূজের ১১ নং আয়াতে উল্লিখিত ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ থেকে নেয়া হয়েছে। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

> "যারা ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে তাদের জন্যে রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদ-নদীসমূহ। আর এটাই তাদের জন্য মহাসাফল্য।"[২]

গ্রন্থটির নামকরণ '*আল-ফাওযুল কাবির*' করার মাধ্যমে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) বুঝাতে চেয়েছেন যে, যারা এ গ্রন্থটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করবে ইলমুত্-তাফসিরের মূলনীতি সম্পর্কে তাদের বিরাট বড় সফলতা অর্জিত হবে, যা বড় বড় কিতাবাদি মুতালাআ করেও অর্জন করা সম্ভব নয়।[৩]

আর এ কারণেই তিনি গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন, *আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির* (اَلْفَوْزُ الْكَبِيْرِ فِيْ اُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ)

৪.৪ 'আল-ফাওযুল কাবির' গ্রন্থের ভাষা

উপমহাদেশে উসুলুত্ তাফসির বিষয়ে '*আল-ফাওযুল কাবির*' নামে ফার্সি ভাষায় শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভীই সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি পরবর্তীতে আরবি, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) আরবি ভাষার পরিবর্তে নিজ দেশের তৎকালীন জাতীয় ভাষা ফার্সিতে '*আল-ফাওযুল কাবির*' গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে মোঘল সম্রাটদের পতনের পর ফার্সি ভাষা যখন দেশের অফিস আদালত থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ভারতবর্ষের সরকারি তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত হয়, তখন এ গ্রন্থটি শিক্ষার্থীরা কোন্ ভাষায় আয়ত্ব করবে তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়। কেননা সে সময় কওমি মাদ্রাসগুলোতে এ গ্রন্থটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য এখনও এ গ্রন্থটি কওমি (দরেস নিযামি) মাদ্রাসাসহ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে বহাল রয়েছে। কিন্তু তৎকালে এসব কওমি মাদ্রাসা বিভিন্ন ভাষাভাষীর শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করতো, তন্মধ্যে বাংলা ভাষী শিক্ষার্থীও ছিল। বিষয়টি আরবি ব্যাকরণ ভিত্তিক এবং (মূল) কিতাব ফার্সি ও তার তরজমা (অনুবাদ) উর্দু ভাষায় পাঠদান করানোর ফলে (বিষয়বস্তু উপলব্ধি) নবীন শিক্ষার্থীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়। যা দেখার মতো কেউ ছিল না।

এক শ্রেণির লোক এ ধারণাও পোষণ করতো যে, ফার্সি ভাষাতেই *'আল-ফাওযুল কাবির'* গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হবে। ফার্সিতে না পড়লে নূর থাকবে না অথবা গ্রন্থকারের ব্যবহৃত মূল ভাষায় না পড়লে সেই বরকত পাওয়া যাবে না, কিংবা এক গুলিতে যদি দুই শিকার হাতে এসে যায়, অর্থাৎ মূল বিষয় আয়ত্ত্ব করার পাশাপাশি ফার্সি ভাষাও যদি শেখা হয়ে যায়, তাহলে তাতে ক্ষতি কী? যেমনটি আমরা **علم الصيغة، نحومير، ميزان الصرف** ইত্যাদি কিতাব সম্পর্কে বলে থাকি। এ ধরনের খোঁড়া যুক্তি ও অযৌক্তিক অনুযোগের তোয়াক্কা না করে সচেতন আলিম সমাজ *'আল-ফাওযুল কাবির'* গ্রন্থটি আরবি ভাষায় অনুবাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

ক. আরবি ভাষায় 'আল-ফাওযুল কাবির'

আমাদের জানা মতে আরবি ভাষায় গ্রন্থটির এ পর্যন্ত পাঁচটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপ:

১. শায়খ মুহাম্মদ মুনীর দিমাশ্কী (র.) কর্তৃক অনূদিত। (তার চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদ **المقطعات القرآنية** বা কুরআনের বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ অংশটুকুর আরবি অনুবাদ করেন মাওলানা ই'যায আলী দেওবন্দী)।[৪]

তবে প্রথম অনুবাদটি প্রকৃতপক্ষেই শায়খ মুনীর দিমাশ্কী কর্তৃক অনূদিত কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ প্রসঙ্গে সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) বলেছেন, অনুবাদটি একজন ভারতীয় আলিমের। তবে তিনি নিজের নাম গোপন রেখে তা শায়খের (মুহাম্মদ মুনীর দিমাশ্কী) নামে চালিয়ে দিয়েছেন। ফলে তা তাঁর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[৫]

উস্তাদে মুহতারাম মুফতি সা'ঈদ আহমদ পালানপুরী (র.) আল-ফাওযুল কাবির-এর আরবি শরাহ্ **العون الكبير** গ্রন্থে লিখেছেন, আমিও দারুল উলূম দেওবন্দে আমার নির্ভরযোগ্য এক উস্তাদের মুখে অনুরূপ শুনেছি। তিনি আরো বলেছেন, গ্রন্থটি ভারতের একজন আহলে হাদিস আলিম কর্তৃক অনূদিত।[৬]

২. শায়খ সালমান আল-হুসায়নী আন্-নদভী কর্তৃক অনূদিত।

৩. উস্তাদে মুহতারাম মুফতি সা'ঈদ আহমদ পালানপুরী কর্তৃক অনূদিত।

৪. শায়খ মুহাম্মদ ইযায আলী আল-আমরোভী দেওবন্দী কর্তৃক অনূদিত (**حروف المقطعات** অংশ)।

৫. মুহাম্মদ আনওয়ার বাদাখসানী কর্তৃক অনূদিত।

খ. উর্দু ভাষায় 'আল-ফাওযুল কাবির'

উর্দু ভাষায় অনেকে আল-ফাওযুল কাবির গ্রন্থটি অনূবাদ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. মাওলানা সা'ঈদ আনসারী কর্তৃক অনূদিত 'আল-ফাওযুল কাবির'।

২. প্রফেসর মাওলানা মুহাম্মদ রফিক কর্তৃক অনূদিত 'আল-ফাওযুল কাবির'।

৩. মাওলানা ইয়াসীন আখতার মিসবাহ্ কর্তৃক অনূদিত 'আল-ফাওযুল কাবির'।

গ. ইংরেজি ভাষায় 'আল-ফাওযুল কাবির'

১. পাকিস্তানের সিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান জি.এন. জালবানী কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় অনূদিত 'আল-ফাওযুল কাবির'।
২. তাহির মাহমূদ কিয়ানী কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় অনূদিত 'আল-ফাওযুল কাবি'র।

ঘ. বাংলা ভাষায় 'আল-ফাওযুল কাবির'

সা'ঈদ আহমদ পালানপুরী (র.)-এর আরবি ভাষায় অনুবাদকৃত গ্রন্থটি দরসে নিযামির পাঠ্যসিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। নেসাবভুক্ত গ্রন্থটির ভাষা আরবি। আর কিতাবটির অধ্যয়নকারী তালিবে ইলমের ভাষা বাংলা, তাই যুগ চাহিদার প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের সহজে বুঝার জন্য আরবি 'আল-ফাওযুল কাবির' গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এ অনুবাদগুলোর সাথে কিছু টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযুক্ত করা হয় যার কারণে শিক্ষার্থীদের গ্রন্থটি পাঠে সহজীকরণ হয়। বাংলা ভাষায় অনূদিত কয়েকজন হলেন:

১. আখতার ফারুখ কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থটি 'কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি' শিরোনামে প্রকাশিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা থেকে ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি. প্রকাশিত হয়।
২. মাওলান মাহদী হাসান কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।
৩. যায়নুল আবেদীন ও মুহাম্মদ নূরুল্লাহ কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থটি মাকতাবাতুত তুল্লাব, ঢাকা থেকে ২য় সংস্করণ ১৪৩৭ হি./২০১৬ খ্রি. প্রকাশিত হয়।
৪. মাওলানা সফিউল্লাহ্ ফুআদ কর্তৃক অনূদিত 'কুরআন-তাফসিরের মূলনীতি' নামে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা থেকে প্রথম সংস্করণ ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. প্রকাশিত হয়।

৪.৫ 'আল-ফাওযুল কাবির'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ

গ্রন্থটির একাধিক ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. আল-আউনুল ফি শারহিল ফাউযুল কাবির। এর রচনাকারী হলেন দেওবন্দ মাদ্‌রাসার উস্তাদ সা'ঈদ আহমদ পালানপুর। যা দেওবন্দের মাকতাবায়ে ওয়াহিদা থেকে ১৩৯৪ হিজরিতে প্রকাশিত হয়।
২. আল-খায়রুল কাসীর ফি শারহিল ফাওযুল কাবির। এর রচয়িতা শায়খ মুহাম্মদ আউয়িস নাজরামী আন্-নদভী। এতে লেখক বিভিন্ন যুগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাবলির আলোকে এক চমৎকার ভাষ্য রচনা করেন।

৪.৬ 'আল-ফাওযুল কাবির' সম্পর্কে আলিমগণের উক্তি

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) রচিত *'আল-ফাওযুল কাবির'* গ্রন্থটি সুবিন্যস্ত, সমন্বয় ও উপকারিতার বিচারে উসুলুত্ তাফসিরের জগতে এক অতুলনীয় গ্রন্থ। আল-ফাওযুল কাবির গ্রন্থের এই ভাব, গুরুত্ব ও অকুণ্ঠিত মর্যাদার কথা বড় বড় গুণীজন অসঙ্কোচিত মনে বলে গেছেন। ঠিক তেমনিভাবেই মুসলিম বিশ্বের অবিসংবাদিত চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ এবং বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সংস্কৃতির মুজাদ্দিদ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী আন্-নদভী (র.) গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন,

مأثورة تجديدية ثورية في صدد الدعوة إلى القرآن وإنشاءِ ملكة الفهم والتدبُّر للقرآن الكريم في أوساط الخاصة وأصحاب العلم والمثقَّفين، وإيقاظ عاطفة الإصلاح للأمة الإسلامية، وإنه لكتاب فريد في بابه في المكتبة الإسلامية العامرة حسب علمنا.

"মানুষকে আল-কুরআনের দিকে আহ্বান, আলিম ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আল-কুরআনের বোধগম্যতা ও ধ্যান-ধারণার দক্ষতা প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি জাতির (মুসলিম উম্মাহ্র) মধ্যে সংস্কারের অনুভূতি জাগ্রত করার বিষয়ে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভীর (র.) এ গ্রন্থটি বিপ্লবী নবায়ন হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। আমরা যতদূর জানি জনপ্রিয় ইসলামিক গ্রন্থাগারের জগতে এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ।"[৭]

আন্-নদভী (র.) অপর একটি গ্রন্থে *'আল-ফাওযুল কাবির'* সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,

"তাফসিরের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় বা নিজেদের রচনারীতি বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো লেখক যৎসামান্য যে সমস্ত নিয়ম-কানূন ও মূলনীতি উল্লেখ করেন, সেগুলি ব্যতীত উসুলুত্ তাফসির বিষয়ে কোনো জিনিস সাধারণভাবে পাওয়া যায় না। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) প্রণীত *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির'* গ্রন্থটি যদিও সংক্ষিপ্ত তথাপি পুরো গ্রন্থটির আগাগোড়া সূক্ষ্ম আলোচনা ও মূলনীতি (সম্বলিত)। গ্রন্থটি বস্তুত কুরআন অনুধাবনের সমস্যাবলী সম্পর্কে তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন মহান আলিমের, একটি মূল্যবান পকেট নোট ও দুর্লভ স্মারকলিপি। এর মর্যাদা তারাই বুঝবেন যারা সে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।"[৮]

৪.৭ 'আল-ফাওযুল কাবির' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেকটি গ্রন্থই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দ্বারা সমাদৃত। তদ্রূপ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) রচিত *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত-ফসীর'* গ্রন্থটিও এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। উসুলুত্ তাফসির জগতে যতগুলি গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে *'আল-ফাওযুল কাবির'* গ্রন্থটি অসাধারণ ও স্বতন্ত্র মর্যাদায় উপনীত হয়েছে। নিম্নে গ্রন্থটির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

১. *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির'* গ্রন্থটি উসুলুত্ তাফসির বিষয়ে অনবদ্য একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হলেও এতে তাফসির বিষয়ক মূলনীতিসমূহ এমন সুবিন্যস্তভাবে বর্ণিত হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ সরাসরি কুরআনের হেদায়াত লাভে সক্ষম হয়।

২. আল-কুরআনে উল্লিখিত জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে গ্রন্থটি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে উপকারী হিসেবে বিবেচিত।

৩. এ গ্রন্থে আল-কুরআনের মূলনীতি সংক্রান্ত উপকারী কতিপয় সূক্ষ্ম নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে যা অন্যান্য বড় বড় গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

৪. মুফাস্‌সিরগণের জন্য এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুখস্থ রাখা অপরিহার্য। এ গ্রন্থ সম্পর্কে আদ্যোপান্ত জ্ঞান অর্জন ব্যতীত কারও উচিত নয় আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া।

৫. এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ তাফসিরের মূলনীতিসমূহ যে ব্যক্তি আয়ত্ত্ব করবে সে আল-কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবনে একটি প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত পাবে।

৬. গ্রন্থকার উসুলুত্ তাফসিরের এমন সংকলনে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন। কেননা এমন সংকলন অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। গ্রন্থটি অধ্যয়নে পাঠকবৃন্দ আত্মতৃপ্তি লাভ করেন এবং মুগ্ধ হয়ে থাকেন।

৭. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) এ গ্রন্থে তাফসিরের মূলনীতিসমূহ সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় সংক্ষিপ্তকরণ করেছেন।

৮. গ্রন্থটির অধ্যায় বিন্যাস অত্যন্ত চমৎকার। এতে গ্রন্থকার প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট আলোচনা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

৯. পঞ্চম ইলম **علم الأحكام، علم الجدل، علم التذكير بالاء الله، علم التذكير بايام الله، علم التذكير بالموت وما بعده**. উপস্থাপনায় আল-কুরআনুল কারিমের বর্ণনা শৈলী সম্পর্কে তিনি এ গ্রন্থে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। যা শিক্ষার্থীদের জন্য উপকারী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

১০. '*আল-ফাওযুল কাবির*' গ্রন্থটি উসুলুত্ তাফসির জগতের এক মহামূল্যবান গ্রন্থ। এ গ্রন্থে গ্রন্থকার উলুমুল কুরআন সংক্রান্ত বিষয়াবলি যেমন- নাসিখ, মানসূখ, আসবাবুন্ নুযূল, গারিবুল কুরআন, ইজাযুল কুরআন, আল-মুহকাম, আল-মুতাশাবিহাত প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন।

১১. '*আল-ফাওযুল কাবির*' গ্রন্থটি উসুলুত্ তাফসির বিষয়ক অন্যতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাফসিরের মূলনীতিগুলি এ গ্রন্থে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। যে স্থানে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়েছে সেখানে সেভাবেই তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন গ্রন্থকার। এছাড়া সকল প্রকার অপ্রয়োজনীয় মাস'আলার আলোচনা পরিত্যাগ করেছেন।

১২. এ গ্রন্থে বিভিন্ন মাস'আলার সাথে সংশ্লিষ্টতা রেখে কুরআনের আয়াত দ্বারা দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৩. এ গ্রন্থে আরবের মুশরিক, মুনাফিক এবং ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের অমূলক যুক্তির খণ্ডন করা হয়েছে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ভাষায়।

১৪. এ গ্রন্থে তাফসিরের পদ্ধতি, সাহাবি ও তাবি'ঈগণের তাফসিরে সংঘটিত ইখতেলাফের বিশ্লেষণ, মুফাস্সিরগণের প্রকরণ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এছাড়াও মুহাদ্দিসিনে কেরামের তাফসিরে বর্ণিত হাদিসমূহ এবং তার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৫. *'আল-ফাওযুল কাবির'* গ্রন্থটি তার পূর্বের এবং পরে উসুলুত্ তাফসির বিষয়ক রচিত সকল গ্রন্থ থেকে মূল্যবান ও উপকারী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ গ্রন্থের গুরুত্ব এতোটাই সুদূর প্রসারী যে অদ্যাবধি গ্রন্থটি একইভাবে তাফসিরের মূলনীতি বিষয়ক জ্ঞান অর্জনে তালিবুল ইলমদের চাহিদা যুগিয়ে যাচ্ছে।

৪.৮ 'আল-ফাওযুল কাবির'-এর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত তাফসির' গ্রন্থটি তাফসিরের মূলনীতি বিষয়ক এক মহামূল্যবান গ্রন্থ। এতে এমন সকল বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে, যা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মর্মার্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি, অনুধাবন করতে সহায়তা করে থাকে। তাফসির বিষয়ক জ্ঞানার্জন এবং কুরআনের মর্মার্থ উদ্ঘাটনে শিক্ষার্থীদের নিকট গ্রন্থটি উপকারী হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া সর্ব-সাধারণের জন্যও গ্রন্থটি উপকারী ও কল্যাণকর। গ্রন্থটি সর্বমোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের জন্য পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ্রন্থকার প্রথমে ভূমিকা প্রদান করেছেন। এতে তিনি *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির'* গ্রন্থটি রচনার পটভূমি লিখেছেন। যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

নিম্নে *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত তাফসির'* গ্রন্থের অধ্যায় ভিত্তিক বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হলো:

ক. **প্রথম অধ্যায়: আল-কুরআন স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত পঞ্চ ইলমের বর্ণনা** (بيان العلوم الخمسة التي بينها القرآن **العظيم بطريق التنصيص**) : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারিমে যে সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে তা এই পাঁচটি জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা হলো:

১. علم الأحكام **(হুকুম-আহ্কাম তথা বিধি-নিষেধের ইলম)**

ইবাদত, লেনদেন, গার্হস্থ্য ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ্, মাকরূহ এবং হারাম ইত্যাদি বিষয়ের বিধি-বিধানকে ইলমুল আহ্কাম বলা হয়। এ শাস্ত্র সবিস্তারে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব ফকিহ্ তথা আইনজ্ঞদের।[৯]

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, আহ্কাম তথা শরী'আতি বিধি-বিধান আলোচনার সর্বপ্রথম তত্ত্ব হলো এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) হানাফি মিল্লাতে অর্থাৎ হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর ধর্মের উপরই প্রেরিত হয়েছিলেন বলে তার দায়িত্ব ছিল, তিনি যেন হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর অনীত শরী'আতের স্থায়িত্বের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তবে প্রয়োজনে তিনি বিধি-নিষেধ পালনের সময় ও সীমা সংক্ষিপ্ত অথবা ব্যাপক করা ব্যতীত মূলনীতিসমূহের কোনো পরিবর্তন করবেন না।

দ্বিতীয় তত্ত্ব হলো এই যে, আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে আরববাসীগণকে পবিত্র করতে চেয়েছিলেন এবং তাদের সাহায্যে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সংশোধন করবেন। অতএব ইসলামি শরী'আতের বিধি-বিধানের ভিত্তি আরবগণের রীতিনীতি ও আচার-পদ্ধতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ছিল। মূলত যদি হানাফি ধর্মের শরী'আতি ব্যবস্থা এবং আরববাসীগণের রীতিনীতি সামনে রেখে ইসলামি শরী'আতের বিধি-বিধান পর্যালোচনা করা হয়, তবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে ইবরাহিমি ধর্মানুসারী আরববাসীদের ধর্মের সংস্কারের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তা সুস্পষ্ট বুঝা যাবে। সেই সাথে তার শরী'আতি বিধি-বিধানের শুভ ও কল্যাণময় উদ্দেশ্যও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।[১০]

তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ ও যিকিরে এলাহি ইত্যাদি ইবাদত মিল্লাতে হানাফির বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের গাফলতি ও উদাসীনতা এবং ইলম চর্চার অভাবে জাহেলি যুগে ইবাদাতে ব্যাপক বিকৃতির কারণে মিল্লাতে হানাফির বিরাট পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধিত হয়েছিল। কুরআনুল কারিম ও ইসলামি শরী'আত সে সব বিকৃতির পরিপূর্ণ ইছলাহ্ ও সংশোধন করেছে, এবং সেসব ইবাদতকে সজ্জিত ও মার্জিত করে পেশ করেছে। এমনিভাবে **تدبير المنزل** বা গৃহ পরিচালনা ও **السياسة المدنية** বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক মন্দ বিষয় মিল্লাতে হানাফিতে প্রবেশ করেছিল। যেমন- **تدبير المنزل** বা গৃহ পরিচালনার ক্ষেত্রে ইয়াতিমের ধন-সম্পদ নাজায়েযভাবে খরচ করা, স্ত্রীদের হক্ক বিনষ্ট করা, তালাকের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা, বিমাতাকে জোরপূর্বক বিয়ে করা এবং মিরাছ বন্টনে অসামঞ্জস্যতা ইত্যাদি বহু মন্দ বিষয় মিল্লাতে ইবরাহিমিতে ঢুকে গিয়েছিল। ইসলাম ধর্ম আল-কুরআনের মাধ্যমে এ সব মন্দ বিষয়গুলোকে সংশোধন করে দিয়েছে। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"যারা ইয়াতিমের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।"[১১]

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।"[১২]

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"তালাকে রাজ'ঈ হলো দু'বার পর্যন্ত তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদতার সাথে বর্জন করবে।"[১৩]

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

"যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিয়ে করেছে তোমরা তাদের বিয়ে করো না। কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে।"[১৪]

আর السياسة المدنية বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ঘুষ, সুদ, যেনা, হত্যা ও পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি বহু মন্দ বিষয় মিল্লাতে ইবরাহিমিতে ঢুকে গিয়েছিল। ইসলাম ধর্ম আল-কুরআনের মাধ্যমে এসব মন্দ বিষয়গুলোকে সংশোধন করে দিয়েছে। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।"[১৫]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ

"নিশ্চয়ই দু'টি দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।"[১৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।"[১৭]

আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামি শরী'আতে আল-কুরআনের মাধ্যমে সেসব মন্দ বিষয়কেও ইছলাহ্ ও সংশোধন করেছে। গৃহ পরিচালনা ও রাষ্ট্র পরিচলনার ক্ষেত্রে কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং উভয়ের

জন্য কিছু সীমা বলে দিয়েছেন। গৃহ পরিচলনা ও রাষ্ট্র পরিচলানার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কবিরা গুণাহ ও সগিরা গুণাহ্ উল্লেখ করেছেন, যেন উম্মত সেগুলো থেকে বাঁচতে পারে।

মোটকথা হলো, একজন মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যত ধরনের ধর্মীয় ও নৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল, ইসলাম ধর্ম তার সবগুলোর সংশোধন করে দিয়েছে, এবং তাকে তার আপন অবস্থায় নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইবাদতের নতুন কোনো পদ্ধতি চালু করেননি, বরং বিকৃত মিল্লাতে ইবরাহিমিকে সুন্দরভাবে মানুষের সামনে পেশ করেছেন।

২. علم الجدل (বিতর্ক শাস্ত্র)

ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিক ও মুনাফিক এই চার বিভ্রান্ত দলের সাথে যুক্তিতর্কে পারদর্শিতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান। এই শাস্ত্র ব্যাখ্যার দায়িত্ব **متكلم** তথা ধর্মতত্ত্ববিদগণের উপর ন্যস্ত।[১৮]

এ প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়াল উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) বলেন,

وقد وقعت في القرآن القرآن الكريم المخاصمة (والجدال) مع الأحزاب الأربعة الضالة: وهم المشركون واليهود والنصارى والمنافقون، وتلك المخاصمة أو ذلك الجدال باعتبار الأسلوب على نوعين:

الأول: ذكر عقائدهم الباطلة، والتنصيص على شناعتها وبطلانها وإنكار علهيا.

والثاني: ذكر شبهاتهم (وعتراضاتهم) ثم الردّ عليها، والجواب نها بالأدلة البرهانية (البقينية) أو الخطابية (الظنية).

"আল-কুরআনুল কারিমের চারটি ভ্রষ্ট দল: মুশরিক, ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের সাথে তর্ক-বিতর্ক সংঘটিত হয়েছে। এই তর্ক-বিতর্ক দুই পদ্ধতিতে হয়েছে।

এক. আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত আকিদার আলোচনা করেন, পাশাপাশি এর কদর্যতা সুস্পষ্টভাবে বলে দেন এবং তা পরিত্যাজ্য হওয়ার কথা আলোচনা করেন।

দুই. তাদের কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন ধারণাগুলো উপস্থাপন করে সর্বজন মান্য দলিল-প্রমাণ ও উপমা-উপদেশের মাধ্যমে সেগুলোর অসারতা বর্ণনা করেন।"[১৯]

আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনের অনেক ভ্রান্ত দলের (ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিক, মুনাফিক) গোমরাহি নিরসন করেছেন, এবং তাদের অহেতুক কথাবার্তার তৃপ্তিদায়ক জবাব দিয়েছেন, উসুলুত্ তাফসিরের পরিভাষায় এসব আলোনাকে علم الجدل، علم المخاصمة ও علم المناظرة বা তর্কবিদ্যা বলা হয় এবং এ বিষয়ের আয়াতগুলিকেالآية الجدل বা তর্কের আয়াত বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ- আরবের মূর্তিপূজক মুশরিকরা এই আকিদা পোষণ করত যে, 'ফিরিশতারা আল্লাহ্র কন্যা সন্তান' আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই আকিদা প্রত্যাখ্যান করতে ইরশাদ করেন,

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

"তারা আল্লাহর জন্যে কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে-তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং নিজেদের জন্য ওরা তাই স্থির করে যা ওরা চায়। যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।"[২০]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের এই আকিদার নিন্দা ও কুৎসা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যে বস্তুকে তারা নিজেদের দিকে নিসবত করা অপছন্দ করে তাকে আল্লাহ্‌র দিকে নিসবত করা কতই না মন্দ ও বোকামি, কাজেই তা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য।

এমনিভাবে ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্য হতে যারা এই আকিদা পোষণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান রয়েছে, তাদের উক্ত ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন করতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

"আর ইয়াহুদিগণ বলে যে, উযায়র (আ.) আল্লাহ্‌র পুত্র, আর নাসারাগণ বলে মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে।"[২১]

মহান আল্লাহ্ কখনো এই ভ্রান্ত চার দলের অসার আকিদা-বিশ্বাস বর্ণনা করার পর দলিলে কাত'ঈ ও খেতাবির মাধ্যমে সেগুলোর পরিপূর্ণ জবাব দিয়েছেন। উহাদরণস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ

"আর লোকেরা জ্বিনদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। অথচ তাদেরকে তিনিই (আল্লাহ্) সৃষ্টি করেছেন।"[২২]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দলিলে খেতাবির মাধ্যমে এভাবে শিরককে খণ্ডন করেছেন যে, সবাই একথা জানে ও মানে যে, শরীক ও সমকক্ষ সেই হতে পারে যে সমমর্যাদা ও সমপর্যায়ের হয়, আর জ্বিনরা আল্লাহ্‌র সমমর্যাদা ও সমপর্যায়ের নয়, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা স্রষ্টা আর তারা সৃষ্ট। আর স্রষ্টা ও সৃষ্ট কখনো সমমর্যাদার হতে পারে না। অতএব জ্বিনদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হলো।

৩. علم التذكير بآلاء الله (আল্লাহ্‌র নি'আমতের মাধ্যমে উপদেশ দানের বিদ্যা/সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞান)

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও নিদর্শনাদি উল্লেখপূর্বক উপদেশদান বিষয়ক জ্ঞান। এই শাস্ত্রে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি রহস্য, বান্দার কর্তব্য বিষয়ে, ইলহামের সাহায্যে জ্ঞানদান এবং আল্লাহ্‌র সুন্দর গুনাবলি ইত্যাদি স্মরণ করিয়ে দিয়ে মানুষকে কর্তব্য সচেতন করা হয়।[২৩]

এ প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র.) বলেন, "এ সম্পর্কে জেনে রাখা উচিত যে, কুরআনুল কারিম সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে একটি সুসভ্য জাতিতে পরিণত করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতে আরব-অনারব এবং শহুরে ও গ্রাম্য বলে কোনো পার্থক্য নেই। অতএব আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, তাঁর নি'আমতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য শুধু ঐ সব বিষয়েরই আলোচনা করা যা বেশির ভাগ লোকেরই জানা। তাই আল্লাহ্‌র নি'আমতসমূহের পর্যালোচনা ও গবেষণা কুরআনুল কারিমে সে পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়েছে। আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলি সম্পর্কেও এমনভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে সাধারণ বোধসম্পন্ন মানুষও যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শিতা ছাড়াই স্বভাবজাত বুদ্ধি ও অনুভূতি দ্বারা অনায়াসেই আয়ত্ব করতে পারে।[২৪]

৪. علم التذكير بأيام الله (ঘটনাবলির মাধ্যমে উপদেশদানের বিদ্যা/ইতিহাস শাস্ত্র)

এ শাস্ত্রে অনুগত বান্দাগণের পুরস্কার ও অবাধ্যদের শাস্তিদান সম্পর্কিত যেসব ঘটনা অতীতে সংঘটিত হয়েছে, তা বর্ণিত হয়েছে। (যেন এ ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা যায়)।

এ প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) উল্লেখ করেন, আল্লাহ্ ঐসব ঘটনাবলিই উল্লেখ করেছেন, যা আরবগণ শুনতে অভ্যস্ত ছিল এবং যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্ব হতেই অবগত ছিল। উদাহরণস্বরূপ নূহ্, আদ ও ছামুদের ঘটনাবলি উল্লেখ করা যেতে পারে। পিতা-প্রপিতা হতে আরবরা এসব ঘটনা শুনে আসছিল। অথবা হযরত ইবরাহিম (আ.) এবং বনী ইসরা'ঈলের ঘটনাবলি, যা আরবগণ সুদীর্ঘকাল ইয়াহুদিদের সাহচার্যে বসবাস করার ফলে জেনেছিল। অতএব التذكير بأيام الله বিষয়ক আয়াতে কোনো অজ্ঞাত কাহিনী বা ইরান বা হিন্দুস্তানের কাহিনী বর্ণনা করা হয়নি।

সুতরাং কুরআনুল কারিম কোনো ইতিহাস গ্রন্থ নয়, বরং তা একটি নসিহত নামা। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা যেসব প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তা আদ্যোপান্ত পূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে বর্ণনা করেননি, বরং ঐ অংশই বর্ণনা করেছেন যা শিক্ষণীয় ও নসিহতপূর্ণ।

৫. علم التذكير بالموت وما بعد الموت (মৃত্যু ও তার পরবর্তীকালের অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান)

এ শাস্ত্রে মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা, যেমন- কিয়ামতের পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, মিযান তথা পাপ-পুণ্যের পরিমাপক তুলাদণ্ড এবং জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কিত বর্ণনা দ্বারা স্মরণ করিয়ে দেয়া। এ বিষয়ে হাদিস ও ইতিহাস উল্লেখ করে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে মানুষকে উপদেশ দেয়া ওয়াইযদের কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলার বলেন,

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ

"অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে দেখ।"[২৫]

এ প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) বলেন, **علم التذكير بالموت** বিষয়ক আয়াতসমূহে মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাসমূহের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত্যু ও মৃত্যুর সময়ে মানুষের অত্যন্ত অসহায় অবস্থা, মৃত্যুর পরে বেহেশত ও দোযখের সম্মুখীন হওয়া এবং শাস্তি দানকারী ফিরিশতাগণের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ যথা হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাব, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আর, ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রকাশ, শিঙ্গায় ফুঁৎকার, পৃথিবী ধ্বংস হওয়া, পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁৎকারে পুনরুত্থান, হাশর-নশর, প্রশ্ন-উত্তর, নেকি-বদি ওযনের আমলনমা ডান হাতে বা বাম হাতে পাওয়া, মু'মিনগণের জান্নাতে এবং কাফিরদের জাহান্নামে প্রবেশ, জাহন্নামীদের মধ্যে নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুচরদের মধ্যকার ঝগড়া, মু'মিনগণকে আল্লাহ্র সাক্ষাৎদান, কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান, বিভিন্ন ধরনের শাস্তির উপকরণ হিসেবে অগ্নি, তাওক, শিকল, গরম পানি, গাসসাক (রক্ত, পূঁজ জাতীয় দুর্গন্ধময় বস্তু), যাক্কুম (কাটা যুক্ত গাছ) ইত্যাদির বর্ণনা; অন্যদিকে বেহেশত এবং তার নি'আমত ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সামগ্রীস্বরূপ হুর, বালাখানা, পানির ঝর্ণা, সুস্বাদু আহার্য, মনোরম পোশাক-পরিচ্ছদের উল্লেখ এবং বেহেশতবাসীগণের পরস্পরের সাথে পরস্পরের আনন্দদায়ক সাহচর্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এসব বিষয়ে বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন মাফিক সবিস্তারে বা সংক্ষেপে নতুন নতুন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৬]

খ. দ্বিতীয় অধ্যায়: في بيان وجوه خفاء نظم القرآن الكريم وإزالتهما بأوضح بيان (আল-কুরআনের দুর্বোধ্যতার কারণ তার সমাধান প্রসঙ্গে বর্ণনা)

এ অধ্যায়ে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছেন। যেমন-

প্রথমত তিনি বর্তমান যুগের মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখে কুরআনের প্রতিটি অক্ষরের মর্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে যে অস্পষ্টতা রয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারা উক্ত অস্পষ্টতাকে দূর করা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি কুরআনুল কারিমের মর্ম কঠিন হওয়ার ১০টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় এ অধ্যায়ে তিনি **غريب القرآن** তথা আল-কুরআনের দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, গারিবুল কুরআনের ব্যাখ্যায় সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে ঐ সকল রিওয়ায়াত যা কুরআনের তরজমান (মুখপাত্র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে আলী ইব্ন আবী তালহা (রা.)-এর সনদে প্রমাণিত। এরপর তিনি আন্-নাসিখ ওয়াল মানসূখ (اَلنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন।

এছাড়া এ অধ্যায়ে তিনি আসবাবুন্ নুযূল (اَسْبَابُ النُّزُوْل) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এবং জটিলতা সৃষ্টিকারী অবশিষ্ট অন্যান্য বিষয় প্রসঙ্গে ও **محكم، متشابه، كناية، تعريض** ও **المجاز العقلي** এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন।

গ. **তৃতীয় অধ্যায়: في بيان لطائف نظم القرآن، والأسلوب القرآني البديع (আল-কুরআনের সূক্ষ্ম বাক্য বিন্যাস, চমকপ্রদ ও আশ্চর্য বর্ণনারীতি)**

এ অধ্যায়ে আল-কুরআনুল কারিমের সাহিত্যগত পদ্ধতির সূক্ষ্ম দিকসমূহ এবং তার অপূর্ব বর্ণনাশৈলীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে মূলত কুরআনুল কারিমের বিন্যাসে সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল-কুরআনের দুর্লভ বর্ণনা রীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পবিত্র কুরআনে সবিস্তারে বর্ণিত করা হয়েছে।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) বলেন, আল-কুরআনকে অধ্যায় অধ্যায়, পরিচ্ছেদ পরিচ্ছেদ আকারে মতনের পদ্ধতিতে গঠন করা হয়নি যাতে প্রত্যেক বিষয়কে নির্দিষ্ট অধ্যায় বা নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হবে বরং তুমি আল-কুরআনকে একটি বার্তাসমগ্র এর ন্যায় মনে কর। যেমনিভাবে রাজা-বাদশাহ্গণ তাদের প্রজাদের উদ্দেশ্যে অবস্থার দাবি অনুযায়ী একটি নির্দেশনামা পাঠান, কিছুকাল পর অপর নির্দেশনামা পাঠান, এভাবে একের পর এক নির্দেশনামা পাঠাতে থাকেন, অবশেষে অনেকগুলো নির্দেশনামা একত্রিত হয়, তারপর কোনো এক ব্যক্তি সেগুলোকে সঙ্কলন করে এবং তাকে সুবিন্যস্ত সমগ্র আকারে তৈরি করে ঠিক তেমনিভাবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ্ তার বান্দাদের হেদায়াতের জন্য পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী স্বীয় নবি (সা.)-এর উপর একের পর এক সূরা অবতীর্ণ করেন।

ঘ. **চতুর্থ অধ্যায়: في مناهج التفسير، وبيان أسباب الاختلاف ووجوهه في تفسير الصحابة والتابعين (তাফসিরের পদ্ধতি, সাহাবি ও তাবি'ঈগণের তাফসিরে সংঘটিত ইখতিলাফের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে**

তাফসিরের পদ্ধতি বর্ণনা এবং তাফসির সংক্রান্ত ঐসব মতবিরোধ যা সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবি'ঈগণের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে তার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.)-এর মতে মুফাস্সিরগণ আটভাগে বিভক্ত। যথা-

১. একজন মুফাস্সির যারা ঐ সকল হাদিস বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছেন যা আয়াতের সাথে সম্পর্ক রাখে। চাই সে হাদিসে مرفوع হোক বা موقوف বা مقطوع কিংবা ইসরাঈলি বর্ণনা। আর এটা হচ্ছে طريق المحدثين তথা মুহাদ্দিসিনের তাফসির পদ্ধতি।

২. একদল মুফাস্সির যারা আল্লাহ্র গুণাবলি ও নাম সংক্রান্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইচ্ছা করেছেন। সুতরাং যে সকল আয়াত مذهب التنزيه (আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনাকারী মাযহাব) তথা আহ্লুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জাম'আতের অনুকূলে নয়, সেগুলোকে তারা বাহ্যিক অর্থ থেকে (অন্যদিকে) ফিরিয়ে

দিয়েছেন এবং প্রতিপক্ষের কিছু আয়াতের দ্বারা দেয়া দলিলের খণ্ডন করেছেন। আর এটা হচ্ছে طريق المتكلمين তথা মুতাকাল্লেমিন মুফাস্‌সিরগণের তাফসির পদ্ধতি।

৩. একদল মুফাস্‌সির যারা মনোনিবেশ করেছেন আয়াত থেকে ফিক্‌হি আহ্‌কাম বের করা, ইজতিহাদমূলক বিষয়ের একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়া, প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব দেয়ার প্রতি। আর এটা হলোطريق الفقهاء الأصوليين তথা উসূলুল ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদের তাফসির পদ্ধতি।

৪. একদল মুফাস্‌সির যারা কুরআনুল কারিমের إعراب তথা নাহু-সরফ এবং ভাষা পরিভাষার বিশ্লেষণ করেছেন। আর প্রত্যেক অধ্যায়ে আরবি ভাষা থেকে পরিপূর্ণরূপে (বিভিন্ন কানূনের) شواهد (আরবদের বিভিন্ন কবিতা শের, কাসিদা, উক্তি দ্বারা সমর্থন) পেশ করেছেন। আর এটা হলো منهج النجاة اللغويين তথা আরবি ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ববিদ মুফাস্‌সিরগণের তাফসির পদ্ধতি।

৫. একদল মুফাস্‌সির যারা কুরআনে ব্যাবহৃত علم المعاني ও علم البيان এর সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলি ভালোভাবে আলোচনা করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তারা গৌরবজনক প্রতিযোগিতা করেছেন। আর এটাই হলো طريق الأدباء তথা সাহিত্যিকদের তাফসির পদ্ধতি।

৬. একদল মুফাস্‌সির যারা আল-কুরআনের قراءت (কিরাআতসমূহের) বর্ণনা করার গুরুত্ব দিয়েছেন যা তাদের শায়খদের থেকে বর্ণিত। সুতরাং তারা এ বিষয়ে ছোট-বড় সব কথারই বর্ণনা করেছেন। আর এটাই হলো صفة القراء তথা কারি সাহেবদের তাফসির পদ্ধতি।

৭. অপর একদল মুফাস্‌সির যারা علم السلوك (তাসাওউফ শাস্ত্র) ও علم الحقائق (বাস্তববাদী শাস্ত্র)-এর সাথে নূন্যতম সম্পর্কিত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও রহস্যাবলির সম্পর্কে যবান খুলেছেন (তথা দীর্ঘ আলোচনা করেছেন)। আর এটাই হলো مشوت الصوفية তথা সূফি সাধকদের তাফসির পদ্ধতি।

৮. جوامع اَلتَّفْسِيْر 'তাফসিরে জাওয়ামি' তথা বহুমুখী তাফসির। মুফাস্‌সিরদের একটি দল যারা তাদের তাফসিরের কিতাবে বর্ণিত সকল প্রকারের ইলমকে একত্রিত করার ইচ্ছা করেছেন। ফলে তাদের মধ্যে কেউ আরবি ভাষায় কথা বলেছেন (তাফসির করেছেন) আর কেউ ফার্সি ভাষায়। আর তারা اجمال (সংক্ষেপ) اطناب (বিস্তারিত) করার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ করেছেন। আর এভাবেই তারা ইলমুত্ তাফসিরের আঁচলকে অনেক প্রশস্ত করে দিয়েছেন। (বর্তমানে তার প্রচার-প্রসার আগের তুলনায় অনেক বেশি। শুধু ফার্সি ভাষায়ই নয় বরং সকল ভাষায় কুরআনুল কারিমের অনুবাদ করা হয়েছে।

৫. পঞ্চম অধ্যায়: في شرح غريب القرآن وأسباب النزوله (গারিবুল কুরআন ও আসবাবুন্ নুযূল-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে)

এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) গারিবুল কুরআনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। পাশাপাশি আসবাবুন নুযূল (কুরআন অবতীর্ণের কারণ) সম্পর্কেও চমৎকার আলোচনা পেশ করেছেন।

জ্ঞাতব্য যে *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির'* গ্রন্থকে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রঞ্চম অধ্যায়টিকে পৃথক একটি পুস্তিকার রূপ দিয়ে তার নামকরণ করেছেন فتح الخبير। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ নিজেই এ কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষাংশে তার স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন এবং পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতেও এর আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, "এ অধ্যায়কে পৃথক খুৎবা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, কারণ এটি একটি পৃথক গ্রন্থ, কেউ চাইলে তাকে اَلْفَوْزُ اَلْكَبِيْرِ গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে নিতে পারে, আবার কেউ চাইলে তা পৃথক একটি গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করতে পারে।" তাছাড়া শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র.) প্রথম চারটি অধ্যায়কে ফার্সি ভাষায় রচনা করেছেন। আর পঞ্চম অধ্যায়কে আরবি ভাষায় রচনা করেছেন। আর তাতে গারিবুল কুরআনের (غَرِيْبُ الْقُرْآن) ব্যাখ্যা ও আসবাবুন্ নুযূল (اَسْبَابُ النُّزُوْل) সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা একত্রিত করা করেছেন।

পূর্বে একসাথে পঞ্চম অধ্যায়টি প্রকাশ করা হলেও বর্তমানে যেহেতু পঞ্চম অধ্যায়টি দারসের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই প্রকাশকগণ শুধু প্রথম চারটি অধ্যায় প্রকাশ করেন এবং পঞ্চম অধ্যায়টি প্রকাশ করেন না। বর্তমানে মাওলানা সফিউল্লাহ্ ফুয়াদ সাহেবের পরিশ্রমে মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে পঞ্চম অধ্যায় সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। যদিও তা দরসে পড়ানো হয় না।

এমনিভাবে চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম (فصل) পরিচ্ছেদটিও (যা حروف مقطعات সংক্রান্ত) দরসে না থাকার কারণে প্রকাশ করা হয়নি। এ অংশটুকুও মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে পঞ্চম অধ্যায়টি সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ حروف مقطعات সংক্রান্ত চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম (فصل) পরিচ্ছেদটির আরবি অনুবাদ মুহাদ্দিসে কাবির মুফতি সা'ঈদ আহমদ পালানপুরী (র.)-এর নয়, বরং তা শায়খুল আদব আল-ইযায আলী (র.) কর্তৃক অনূদিত।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) তার *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির'* গ্রন্থে যে সকল বিষয় আলোচনা করেছেন তা কুরআনুল কারিমের তাফসির বুঝার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু উক্ত বিষয়সমূহ এ ছোট প্রবন্ধের মাধ্যমে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা সম্ভব নয়। এটি একটি ব্যাপক বিষয়। তাই আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে *আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির* এ উল্লিখিত পাঁচটি অধ্যায়ের শিরোনাম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

প্রবন্ধের ফলাফল

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির হিসেবে পরিচিত। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচনাবলি উপমহাদেশে কুরআন ভিত্তিক সমাজ গঠন ও সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাঁর প্রণীত উসুলুত্ তাফসির বিষয়ক গ্রন্থ *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির'* একটি অনবদ্য গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থটির তাত্ত্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত ফলাফল লক্ষ করা যায়-

১. *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির'* গ্রন্থটি কুরআনের দা'ওয়াত, বিশেষ ও জ্ঞানী মহলে কুরআনের চিন্তা-গবেষণার যোগ্যতা সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে উম্মতের আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের আগ্রহ-প্রেরণা জাগ্রত করে। এটি শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভীর (র) অনন্য একটি সংস্কারকর্ম ও বৈপ্লবিক খিদমত। যা তার বিষয়বস্তুর বিচারে অদ্বিতীয় একটি গ্রন্থনা।

২. উসুলুত্ তাফসির গ্রন্থসমূহে ব্যাপকভাবে কিছু পাওয়া যায় না। কেবল তাফ্সির গ্রন্থের ভূমিকায় নগন্য কয়েকটি মূলনীতি কিংবা নিজের রচনাপদ্ধতি বর্ণনার লক্ষে কতিপয় লেখক অল্প সংখ্যক উদ্ধৃতির মাধ্যমে লিখা সমাপ্ত করেন। এক্ষেত্রে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভীর (র.) *'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির'* গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু পূর্ণগ্রন্থই সরাসরি তত্ত্ব ও মূলনীতিতে ভরা। বস্তুত এটি কুরআনিক জ্ঞানের সমস্যাগুলোর জ্ঞানগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বিশিষ্ট আলিমের এক অমূল্য ও বিরল উপহার। এর মূল্য সে ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে, যাকে সেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিছু কিছু মূলনীতি স্বয়ং শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) নিজস্ব চিন্তা, গবেষণা ও কুরআনি জ্ঞানের ভিত্তিতে লিখেছেন। অন্যান্য কিতাবাদির হাজার হাজার পৃষ্ঠা মুতালা'আর দ্বারাও সেগুলো পাওয়া যায় না।

৩. গ্রন্থটিতে মূলত কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি ও তাফসির বিষয়ক সারনির্যাস সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। কুরআনের সঠিক মর্ম উপলব্ধি ও অনুধাবনে গ্রন্থটি পাঠক মহলে সর্বজনবিদিত।

৪. সর্বোপরি বলা যায় যে, প্রবন্ধটি পাঠে এ ফলাফল লাভ করা যায় যে, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) গ্রন্থটি প্রণয়নের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে কুরআনিক জ্ঞান গবেষণায় উদ্বুদ্ধ ও আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেছেন। যার ফলে উম্মতে মুহাম্মাদিয়াহ্ হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারপূর্বক বিশ্ব দরবারে নিজেদের গৌরবান্বিত সফলতার চূড়ায় উপনীত হতে সক্ষম হবে এবং মুসলিম সমাজ বির্নিমাণে জাতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা ব্যক্ত করা যায়।

উপসংহার

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) ছিলেন ভারবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ট মৌলিক গ্রন্থ রচয়িতা, চিন্তাবিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ, পণ্ডিত ও সমাজ সংস্কারক। তিনিই সর্বপ্রথম উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের অবনতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এরই লক্ষে শিরক ও বিদ'আতে আচ্ছন্ন স্রোতে ভেসে চলা মুসলিম সমাজকে মূল তাওহিদি আকিদায় ফিরিয়ে আনার জন্য সুদূর প্রসারী সংস্কার কার্যক্রম পরিচলনা করেছিলেন

এবং সকল প্রকার ফিক্হি কূটতর্ক ও দ্বন্দ্ব পরিহার পূর্বক নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও হাদিসের ফয়সালা অবনতমস্তকে মেনে নিয়ে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ সমাজ শক্তিতে পরিণত করার জন্য তিনি নিরলসভাবে লিখেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর অক্লান্ত সাধনা যথার্থ অর্থে ফলপ্রসূ হয়েছিল। তাঁর প্রণীত তাফসিরের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থ 'আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির' গ্রন্থটি ভারতীয় মুসলিমগণকে আসমানি গ্রন্থ আল-কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবনে উদ্দীপ্ত করে। গ্রন্থটি তাফসিরের নীতিমালা সংক্রান্ত এক অনবদ্য গ্রন্থ। এর ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল, অত্যাধুনিক ও উপস্থাপনা অতিব সুন্দর। ফলে শিক্ষার্থীরা সহজেই গ্রন্থটি থেকে তাফসিরের নীতিমালা সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হন। গ্রন্থটি বর্তমানে আরবি, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থটি ভারতীয় উপমহাদেশের কওমি, আলিয়া মাদ্রাসায় পাঠ্যসিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও গ্রন্থটি পাঠদান করা হয়। সর্বোপরি *আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির* (اَلْفَوْزُ الْكَبِيْرِ فِيْ اُصُوْلِ التَّفْسِيْر) গ্রন্থটি আল-কুরআনের শিক্ষা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার-প্রসারে এক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ قول الفقير إلى الله، ولي الله بن عبد الرحيم عاملهما الله تعالى بلطفه العظيم: إنه لما فتح الله تعالى على بابا من كتابه الحكيم، خطر لي أن أقيد الفوائد النافعة التي تنفع إخواني في تدبر كلام الله عز وجل وأرجو أن مجرد فهم هذه القواعد يفتح للطلاب طريقاً واسعاً إلى فهم معاني كتاب الله تعالى، وأنهم لو قضوا أعمارهم في مطالعة كتب التفسير، أو قراءتها على المفسرين، لا يظفرون بهذه القواعد والأصول بهذا الضبط والتناسق.
দ্র. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী, আরবি অনুবাদ: মুহাম্মদ আনওয়ার বাদাখসানী, *আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্-তাফসির* (করাচি: বায়তুল ইলম করাচি, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১২

২ আল-কুর'আন, ৮৫: ১১

৩ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী, *আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির*, অনুবাদ: যাইনুল আবেদীন ও মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্ (আরবি-বাংলা সংস্করণ) (ঢাকা: মাকতাবাতুত তুল্লাব, ২য় সংস্করণ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩৬

৪ যুহুদ *আহলিল হাদিস ফি খিদমাতিল কুরআনিল কারিম*, পৃ. ৭; মুহাম্মদ ইযায আলী আল-আমরোভী, *আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির* (দেওবন্দ: প্রকাশনা সংস্থা উল্লেখ বিহীন, তা.বি.), পৃ. ৬০

৫ মাওলানা সালমান হুসায়ন নাদাভী কর্তৃক অনুদিত *আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির* (দেওবন্দ: প্রকাশনা সংস্থা উল্লেখ বিহীন, তা.বি.), পৃ. ৩

৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৭ আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, *রিজালুল ফিক্‌রি ওয়াদ্-দা'ওয়াত ফিল ইসলাম* (দেওবন্দঃ প্রকাশনা সংস্থা উল্লেখ বিহীন, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ৫২১

৮ মাসিক আল-ফুরকান (উর্দু), শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ সংখ্যা, ১৩৫৯ হি., পৃ. ৩৪১-৩৪২

৯ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী, *আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির* (করাচিঃ মাতবা সা'ঈদি, ১৩৮৩ হি.), পৃ. ১১

১০ *আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির*, আরবি অনুবাদঃ মুহাম্মদ আনওয়ার বাদাখসানী, পৃ. ৪৫-৪৬

১১ আল-কুর'আন, ৪ঃ ১০

১২ আল-কুর'আন, ২ : ২২৮

১৩ আল-কুর'আন, ২ : ২২৯

১৪ আল-কুর'আন, ৪ঃ ২২

১৫ আল-কুর'আন, ২ : ১৮৮

১৬ আল-কুর'আন, ৩ঃ ১৩

১৭ আল-কুর'আন, ১৭ : ৩২

১৮ *আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির*, আরবি অনুবাদঃ মুহাম্মদ আনওয়ার বাদাখসানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২০ আল-কুর'আন, ১৬ঃ ৫৭-৫৯

২১ আল-কুর'আন, ৯ঃ ৩০

২২ আল-কুর'আন, ৬ঃ ১০০

২৩ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী, *আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২৪ *আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির*, আরবি অনুবাদঃ মুহাম্মদ আনওয়ার বাদাখসানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

২৫ আল-কুর'আন, ৫৬ঃ ৮৪

২৬ *আল-ফাওযুল কাবির ফি উসুলিত্ তাফসির*, আরবি অনুবাদঃ মুহাম্মদ আনওয়ার বাদাখসানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১